Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 136 – 140
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নিম্নবর্গের চেতনার উন্মেষে 'তিতাস একটি নদীর নাম' - এর প্রাসঙ্গিকতা

প্রবালি দাস
অতিথি অধ্যাপক, দূরবর্তী শিক্ষা
বাংলা বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : probali.beng@gmail.com

Keyword
জীবনের উত্তরণ, জনগোষ্ঠীর জীবন্তসত্তা, অর্থনৈতিক সংকট, নদী ও জীবনের একত্বসাধন।

Abstract

Discussion

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনতার মানদন্ডে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের চিহ্নিতকরন করা অনেকক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়েছে। দেশীয় আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রভুদের যাদের তথাকথিত ভাবে আমরা শোষক হিসেবে মনে করি তাদের ক্ষমতাহীন, দরিদ্র, শ্রমজীবী, জাতি বর্ণ পেশাগত ভাবে মর্যদাহীন শ্রেনীবর্গের সঙ্গে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় -

> "আধিপত্যকামী, উপনিবেশবাদী কীভাবে ক্ষমতাহীন অধীনের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ওপর আধিপত্য কায়েম করে এবং তাতে নিম্নবর্গের আচরণ, আদর্শ ও বিশ্বাসের কী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তারই বিবরণ অভিজাতকেন্দ্রিক ইতিহাসের বিপরীতে সাধারণ নিপীড়িত তথা নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস বর্ণিত হয়।"[১]

তিতাস একটি নদীর নামে খুব সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ভালো জনজাতির মানুষের জীবন সংগ্রামের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু লেখক এই জনগোষ্ঠীর একজন ছিলেন তাই সেই জীবন সংগ্রামের দিকটি ও এতো সহজ সুন্দররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এখানে মানুষের মধ্যে ধর্মগত ও সামাজিক অবস্থানগত ভিন্নতা ছিল কিন্তু তবুও ছিল না ভেদাভেদ আর মনোমালিন্যতা হিন্দু - মুসলমান দুই সম্প্রদায় যেন ছিল প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা একই প্রজাতির দুটি উদ্ভিদ। তাই তো খুব সহজগত উপায়ে যুবক ও যুবতীর মনের ধারনাও ব্যক্ত করতে পেরেছি।

মালো সমাজের যে ছবি আমরা এখানে চিত্রায়িত হতে দেখেছি তা বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিত। প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে আছে অনগ্রসর মানুষের জীবনের মর্মকথা। আত্মিক দূরবস্থার ঘন কালো মেঘ কিভাবে প্রতিটি জীবনকে ঘিরে

রেখেছে কিন্তু তার মধ্যে ও প্রতিটি পূজো পার্বন তাদের জীবনকে প্রানবন্ত করে তুলেছে।এতেই তারা খুশি। নদী তাদের জীবনে মা এর ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শুধুই যে আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসে তাও নয় তার শীর্ণকায়া তিতাসের বুকে বাস করা মানুষগুলোর জীবনে অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে। নদীমাতৃক বাংলা মালো উপজাতির এটা একটা জীবন রহস্য উপন্যাস। বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান জমিদারের সঙ্গে জমি নিয়ে মালোদের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।যেনো যুগ যুগ ধরে শোষনের জ্বালা মালোরা একদিন উগরে দিয়েছে এই জ্বালা জনজাতির মূক লোকদের মুখের ভাষা জুগিয়েছে। প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তারা তাদের এই লড়াই সঠিক সাফল্য না পেলেও তবু ও বলা যায় এই লড়াই ই তাদের আগামী দিনের এগিয়ে যাওয়ার পথটা কিছুটা সুগম করেছিল -

> "... প্রতিটি মালোর মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঁচার বিশ্বাস রেখা। তারা প্রত্যেকে সংগ্রামী। উচ্চবর্গের দলীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের অসহায় দারিদ্র্য - পীড়িত জীবন সংগ্রামের ইতিহাস বাংলার আখ্যানকের উজ্জীবিত ইতিবৃত্ত রচনা করে। নদী 'তিতাস' সেই ব্রাত্য, সংগ্রামী ভালো সম্প্রদায়ের নিত্য সুখ- দুঃখের সাথী।"[২]

আর্থিক সবল মানুষের সঙ্গে দুর্বল মানুষগুলির জীবনসংগ্রামের পথ সুন্দর রূপে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসে যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তেমনি আছে অর্থনৈতিক সংকট। এই দুই এর মধ্যে পড়ে মানুষগুলির জীবন বিপন্ন হয়েছে। তিতাস কে ঘিরে প্রতিটা মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ঢেউ তিতাসের বুকে ও আছড়ে পড়েছে। তার ফলস্বরূপ তিতাসের বুকে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসটির প্রতিটি ধাপে ধাপে লেখক দেখিয়েছেন গোষ্ঠীজীবনের অবলুপ্তি ঘটেছে। তার একমাত্র মূল কারণ অর্থনৈতিক -

> "তিতাস শুধু নদী নয়, বরং একটি আলাদা অর্থনৈতিক জগৎ। এই জগতে মালোরা একটি গোষ্ঠীবদ্ধ পক্ষ- সেটা উপন্যাসের প্রথমেই বলা হয় এবং মূল অর্থনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে মালোদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন কী করে আবর্তিত হয় - তাও পর্বে বিবৃত হয়েছে।"[৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' - এ বাংলার সমাজ ও সাহিত্য জীবনে নদীমাতৃক সভ্যতার একটা উল্লেখযোগ্য প্রতিচ্ছবি। যেকোনো দিক থেকে দেখতে গেলে নদী -ই এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট। সেখানকার মানুষের আয়ের একমাত্র উৎস এই নদী। কিন্তু দারিদ্রতা তাদের নিত্যসঙ্গী। এই নদী জলস্রোত তেমন গ্রীষ্মের দারুন দাপটে দাবদাহে শুকিয়ে গিয়ে শীর্ণকায় হয়ে যায় ঠিক তেমনি তথাকথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান মানুষ তাদের নিপীড়িত করে জীবনস্রোতকে বিপন্ন করে তুলেছে -

> "তিতাস সাধারণ একটি নদী মাত্র। ... পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নেই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বউ ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। ... এর পারে পারে খাঁটি রক্ত মাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানুষিকতার অনেক চিত্র আঁকা হইয়াছে। ... সেগুলি অঙ্গদের মত অমর। কিন্তু স্তরের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মত স্পর্শপ্রবণ। কে বলে তিতাসের তীরে ইতিহাস নাই।"[৪]

বহুকাল পূর্ব থেকেই তিতাস নদীর তীরে অনেক নিম্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল। সমাজের নিরিখে সেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল জেলেদেরকে। তবে শুধু যে জেলেদের নিম্নবর্গীয় সমাজ্যিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা কিন্তু নয় তৎকালীন সময়ে এই নদীকে কেন্দ্র করে সেই এলাকার অনেক জনসাধারণ জীবিকা বেছে নিয়েছিল। এই নদী তাদের মাতৃসরূপিণী কেননা দিনের সূর্যের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমগ্রতায় নদীর বক্ষেই কাটাতো। তাদের এই জনজীবনের অনেক দুঃখ কষ্ট সমস্ত কিছুই যেন মা কে কেন্দ্র করে। তাই তিতাস নদীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর যে জীবন সত্তা তা অত্যন্ত কষ্টকর। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ যাদের জীবিকা ছিল একটু স্বচ্ছল তারা এই নদীর বক্ষে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় মানুষকে খুব একটা ভালো চোখে কিন্তু কখনোই দেখত না। কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে এবং সে নিন্দনীয় কথাগুলোকে

কর্ণপাত না করে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা তাদের জীবন ও জীবিকা খুব সুন্দর ভাবেই পরিচালনা করতো। অর্থাৎ বাইরে থেকে লোকজন যতই তাদেরকে নিম্ন হিসাবে পরিগণিত করত কিনা কিন্তু নদীকে আশ্রয় করে যে সমস্ত জেলেরা তাদের জীবন ও জীবিকা গড়ে তুলেছিল তারা কিন্তু কখনোই নিজের অন্তস্থল থেকে নিম্ন মানসিকতা নিয়ে কিন্তু বড় হয়নি। এবং তাদের মানসিকতায় এরকম কোন সাপ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে যাদের নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাদেরও একটা জীবন সত্তা আছে। সেই সমস্ত মানুষের একটা সুন্দর চিন্তা ভাবনা রয়েছে যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনকে সুন্দর করে সমাজের কাছে মিলে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু সামাজিক মানুষ যে মানসিকতা তাদের সঙ্গে করেছে তাতে কোথাও যেন মনে হয় নদীর তীরে সেই জনজাতির মানসিকতা কেউ অপেক্ষা করে নিন্দনীয় ব্যক্তির নিম্ন মানসিকতারই বেশি প্রকাশ পায়। অতএব যে যত ছোট কাজই করুক না কেন বা অতি সামান্য রুটি রোজগারের মধ্যে দিয়েই তার জীবন জীবিকা বেছে নিক না কেন তাদের জীবন সত্যায় যেন কখনোই আঘাত না পড়ে। তাই তাদের জনগোষ্ঠীর জীবনী শক্তি অনেক কষ্টদায়ক হলেও তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় মূলক মনোভাবনা ছিল এবং তাদের মত করে তারা জীবনকে মেলে ধরার চেষ্টা করত।

আসলে সামাজিক জীব তাদের বিভিন্ন স্বচ্ছলতা ও কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষকে উঁচু-নিচু ভাগ করতে শেখে। কিন্তু এই পৃথ্বীকরণ কখনোই যথার্থ নয়। কেননা প্রত্যেক কর্মের একটা সমান মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও সমাজের ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য এবং সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সব রকম মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন এক শ্রেণী মানুষের জীবন জীবিকাকে যদি নিন্দনীয়ভাবে উল্লেখ করা হয় এবং সেই নিন্দনীয়তার বার্তা যদি তাদের কর্মে প্রবেশ করে এবং তার পরবর্তী সময় যদি তার জীবিকা বন্ধ করে দেয় তাহলে দেখা যাবে সমাজে বাকি জনসাধারণের জীবনশৈলীতে ব্যাঘাত ঘটছে। তাই সকল মানুষকে হৃদয়ের অন্তস্থলে ভালোবাসার নিরিখে আগলে রাখতে শিখতে হয় এবং তাদের জীবিকা কে সম্মান জ্ঞাপন করে সেই কর্মকে উৎসাহী মুখে করে তুলতে হয়। তবেই প্রকৃত মানুষের পরিচয় সমাজ গঠনের পরিচয় এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় গঠনের পরিচয় এর মানসিকতা ফুটে ওঠে। এই তিতাস নদীর তীরে নিম্নবর্গীয় মানুষের বসবাসকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের নিন্দনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এই নিম্ন মানসিকতা সমাজকে নিচু তলায় নিয়ে যায়। এই সমাজকে যদি প্রকৃত অর্থে উন্নীত করতে হয় এবং সকলের কল্যাণময়তার কথা ভাবতে হয় তাহলে কারো জীবন জীবিকা নিয়ে নিচু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ না করাই যথার্থ মানুষের মানবিক পরিচয়। তাদের জীবিকাকে সম্মান জ্ঞাপন করতে হয় এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এই সমাজের বুকে এক নতুন মেল বন্ধনের স্বপ্ন দেখতে শিখতে হয় তাহলেই সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের কাছে ভালোবাসার সাহস পায় নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত হয়। তাই জীবিকা কে না ব দিয়ে বা জীবিকা নিয়ে সেই সকল মানুষকে নিচু তলার মানুষ হিসাবে না ভেবে যদি আমরা আমাদের মানসিকতাকে নিচু তার পরিচয় না দিয়ে উঁচু মানসিকতার প্রকাশ ঘটাতে পারি তাহলেই এক অপরূপ সমাজ গঠন করতে পারি। এ সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন রয়েছে তাই সকলকে নিয়েই আমাদের পথচলা সকলের জীবন ও জীবিকা আরও বেশি সুন্দর হোক এটাই প্রকৃত মানুষের আন্তরিক নিবেদন হয়ে উঠুক। এ প্রসঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনীকার শান্তনু কায়সারের বক্তব্য –

> "অদ্বৈত যে এ কাহিনী সরাসরি জীবন থেকে তুলে এনেছেন তার প্রমাণ পেলাম ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে মালোপাড়ায় গিয়ে। মালোজীবন তিতাসে বর্ণিত জীবনের অনুলিপি। মাছের ব্যবসা করে অনেকেরই অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, অথচ আপনাদের অবস্থার কেন কোন পরিবর্তন হয়নি - জানতে চাইলে প্রবীণ ও মধ্যবয়স্ক মালোরা জানান, জাল ও নাও যোগানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মহাজন ও মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে তারা বন্দী। কোনো ছেলের যদি জাল বা নাও থাকে ও সংসারের শত ছিদ্রের দারিদ্রের জন্যে সেই নৌকা ও জালের রক্ষনাবেক্ষণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।"[৫]

বহুকাল আগে থেকেই মানুষের জীবনযাত্রা এবং তাদের বাসস্থান হিসাবে সর্বদাই আশ্রয় করে নিত প্রকৃতির কলকে। অর্থাৎ সারা দিনের ক্লান্ত তার পরেই মানুষ প্রকৃতি মায়ের কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিত। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে মানুষের গৃহ ব্যবস্থা ততটা পরিকল্পিত বা উন্নত ছিল না সেই কারণে মানুষ কোন গাছের নিচে কিংবা গুহার মধ্যে এবং পরিশেষে দেখা যায় মানুষের জনজীবন শুরু হয়েছে নদীর কাছে। অর্থাৎ নদীকে আশ্রয় করে যখন সভ্যতা গড়ে উঠলো তার পিছনে বেশ কিছু কারণ কিন্তু পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ নদীকে আশ্রয় করলে কৃষি কাজ সম্পন্ন করা অনেক বেশি সহজ হয়ে উঠল এবং পানীয় জলের অভাবটাও খুব একটা থাকল না তৎসহিত মুক্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের জীবনকে অনেক বেশি মেলে ধরতে সহজ হয়ে উঠলো। এইরকম নানা সুন্দর প্রাকৃতিক ভৌগোলিক কারণে মানুষ বেছে নিল নদীর কলকে। তাই আমাদের আজকের এই তিতাস নদীর বক্ষের কথা যখন উঠে আসে তখন বার বার মনে পড়ে যায় মানব জীবন সভ্যতার এক নিদারুণ ইতিহাস। অর্থাৎ মানুষের জীবিকাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ সর্বপ্রথম নদীকে কেন্দ্র করি তার জীবিকা শুরু করতে বেছে নিয়েছে। মুক্ত পরিবেশে মানুষের যেমন দৈহিক গঠন সুন্দর হয় তেমনি তার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতাও তার জীবন পথকে অনেকটাই অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহজ হয়ে ওঠে। তিতাস নদীতে যে সমস্ত জেলেরা বাস করত সেই জেলেদের শারীরিক গঠন এবং মানসিক অদম্য সাহসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। এবং তাদের এই মুক্ত পরিবেশে থাকায় তাদের মানসিকতা ও কিন্তু মুক্ত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ। তারা কখনোই অন্য মানুষকে নিচু মানসিকতার দৃষ্টিতে ভাবতো না এবং তারা কখনোই কোন মানুষকে অবহেলিত করত না তারা যেন সর্বদাই সকলের কল্যাণের জন্যই সচেষ্ট হত। এবং পরবর্তীতে দেখা যায় সেই নদীর তীরে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে তা একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল এই রকম এক মেলবন্ধন উদার মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং সকলের কল্যাণময় তার পরিচয় দেয়। যে সমাজে অধিক মানুষের মানবিকতা সার্বজনীন কল্যাণময়তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই পরি পালিত হয় সে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে খুব সহজেই অগ্রগতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ সামন্ত জানাচ্ছেন -

> "মালোদের সামাজিক অবস্থান বর্ণহিন্দু সমাজের Core এর মধ্যে নেই। তাদের অবস্থান সমাজ- বৃত্তের কেন্দ্রের বাইরে, পরিসীমায়, Periphery – তে।"[৬]

একটা সমাজ কখনোই একটা শ্রেণীর কর্মের উপর নির্ভর করে বর্ধিত হতে পারে না। সমাজে নানা বৈচিত্রের মানুষ তাদের নানারকম কর্মকৌশল এর মধ্য দিয়ে সমাজের অভাবকে যখন দূরীভূত করে পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যায় তখনই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সমাজে ভালো-মন্দ উঁচু-নিচু ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মানুষের বসবাস থাকায় তাদের মানসিকতাও বিভিন্ন রূপ পরিফলিত হয়। কিন্তু সমাজে কিছু ধনী ও বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ যখন তার শক্তি বলে বা বুদ্ধির দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন জীবিকার উপরে থাবা বসায় তখন সমাজের একটা অংশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে সুস্নাত জানার বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ –

> "তিতাস গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ইতিহাস, সেখানে ব্যক্তি গৌণ। তবু ও সমাজ যেহেতু ব্যক্তিকে বেষ্টন করেই গড়ে ওঠে,তাই ব্যক্তির উত্তরণের সূত্র তিতাসের কোথাও লজ্ঘিত হয়নি। সর্বোপরি তিতাস তাই মানুষের গল্প, যদিও সেখানে সবার উপরে দাঁড়িয়ে আছে নিয়ন্ত্রার মতো মহাকাল ও তার প্রতিনিধি মালোদের জীবন ও জীবিকার একমাত্র আশ্রয়স্থল তিতাস। অদ্বৈত একটি জীবনের উত্থান পতনের কাহিনী লিখতে চাননি, অদ্বৈত চেয়েছেন বাংলাভাষী বৃহত্তর জীবনের সামনে কুমিল্লা জেলার তিতাস তীরবর্তী একটি সহজ সরল সুন্দর মানবগোষ্ঠীর জীবনের গল্প শোনাতে। লেখকের সেই আন্তরিকতায় কোথাও অপ্রাপ্তির অনুশোচনা নেই। ... এখানে একটি জাতির সমগ্র জীবনের সংরক্ষিত ও সভ্যতার ইতিহাস, তার লোকাচার, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের বিন্যাস, তাদের গীতিময় উত্তরাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য - সবই অদ্বৈতের রচনায় ফুটে উঠেছে।"[৭]

কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানুষ সামাজিক ভারসাম্যের এই ব্যাঘাত খুব একটা অনুধাবন করতে পারে না আর এই না পারার কারণেই সমাজ আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে হাঁটতে থাকে। কেননা সকল শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়েই এই সমাজ। তাই এই ভাবধারা বহু যুগ আগে থেকেই আজও বয়ে চলেছে তা হল দুর্বলের ওপর অত্যাচার। এর অন্যতম সাক্ষী

হলেও তিতাস নদীর উপরে নিম্ন বর্গীয় মানুষের জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি। যে নিম্নবর্গীয় জনগণ তিতাস নদীকে আশ্রয় করে তারা তাদের জীবন এবং জীবিকা কে বেছে নিয়েছিল সেই জীবিকার উপর থাবা বসানোর কারণে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বদলে গেছিল। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের শক্তি সাহস সবটাই কেমন যেন বাঁধনহীন হয়ে উঠেছিল। যখন বুদ্ধিজীবী মানুষরা সেই নদীর জলকে অন্যভাবে অন্য কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল তখন সেই নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে এক জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দাঁড়ালো। হয়তো তৎকালীন সময়ে এই চিত্রের সূত্র ধরেই লেখক সেই নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরেছিলেন বলেই তা থেকে আজও মানুষের বিবেককে সাড়া দেয়। এক জাতি যে মহান জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং তাদের শক্তি সাহস ও মানবিক ঐক্যবদ্ধের মধ্যে যে নিদারুণ সত্য লুকিয়ে থাকে সেটা কেউ তিনি উন্মোচন করে জনসমক্ষে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছে। তিনি উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছেন নিম্নবর্গ মানুষের জীবনে ও জীবন থাকে তারাও সমাজের কাছে সমভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেষ্টা করে তাদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে তারাও তাদের জীবিকাকে ভালোবেসে একই প্রকৃতির কোলে সন্তান রূপে বসবাস করতে স্বপ্ন দেখে। সত্যিই এই মহাজাতির ইতিহাস পাথরে চাপা পড়েই থাকতো যদি না লেখক এর হাতে লেখনি না উঠত। তাদের এই জীবন জীবিকা উন্মোচনের মাধ্যম দিয়েই সামাজিক চিত্র মানবজাতির হৃদয়ে ছিল দিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্বাস, মিল্টন : তারাশঙ্করের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৯
২. সেন, নবেন্দু : আখ্যানক: নির্মাণে বিনির্মাণে, রত্নাবলী, ২০০৬, পৃ. ৬৮
৩. ভদ্র, গৌতম : মালোর চোখে, মধ্যবিত্তের চোখে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৪, পৃ. ৫২
৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : তিতাস একটি নদীর নাম, অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র, দে'জ, ২০০০, পৃ. ৪১০
৫. কায়সার, শান্তনু : নদী ও মানুষের যুগলবন্দী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৪, পৃ. ৫৬
৬. সামন্ত, অরবিন্দ : তিতাস-এর অনন্ত কিংবা অনন্তর তিতাস : একটি বর্গ পরিচয়ের খসড়া; নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্যে, ‘শুভশ্রী’, ৪৫ বর্ষ, ২০০৬ - ২০০৭, পৃ. ৪২
৭. জানা, সুস্নাত : তিতাস -জেলে জীবনের মহাকাব্য, চতুর্থ দুনিয়া, অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮